রামপুর গ্রামের মোতালেব একজন সফল উদ্যোক্তা

মো: মোতালেব হোসেন, গ্রাম:রামপুর, উপজেলা: বরুড়া, জেলা: কুমিল্লা। পেশায় একজন আদর্শ কৃষক। আজকের আদর্শ কৃষক মোতালেব হয়ে উঠার পথ এত সহজ ছিলো না। ২০০১ সালের কথা, একজন দিনমজুর মোতালেব বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি দেন বিদেশে। তিনি বলেন কাতারের মরুভুমির তপ্ত বালিতে একপাল উট ছড়াতে হয়েছে ১৫ বছর। তেমন কিছু করতে পারিনি, শুধু সন্তানদের খাবারের টাকার যোগান দিতে পেরেছি। ২০১৫ সালের শেষের দিকে বাড়ি ফিরে আসি। জীবিকার তাগিদে আবার শুরু করি দিন মজুরের কাজ। এভাবে কেটে যায় অনেক গুলো বছর। ছোট একটি আখ মাড়াই মেশিন নিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরে আখের শরবত বিক্রি করি। সংসার খরচের সাথে পাল্লা দিয়ে উপার্জন করতে পারছিনা। পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মাঠ কর্মকর্তার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বলেন এসইপি ঋণ গ্রহন করে সবজি উৎপাদন করার জন্য। আমি বিষয়টি নিয়ে কিছু দিন ভাবি। তারপর সাহস নিয়ে ৫০০০০/- টাকা এসইপি ঋণ গ্রহন করি। এসইপি টিম আমার বাড়ি পরিদর্শন করেন। তারা আমাকে নিরাপদ সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষন দেন। এসইপি টিমের পরামর্শে ২০ শতক জমিতে লালশাক, এবং ১০ শতক জমিতে ধনেপাতা চাষ করি যা খরচের দ্বিগুন লাভ হয়। তার কিছু দিন পর ৩০ শতক জমিতে টমেটো ও আখ চাষ করি সেখানেও ভালো লাভ হয়। পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের এসইপি কর্মকর্তাদের সহায়তায় শুরু হয় আমার কৃষি জীবন। কীটনাশকের পরিবর্তে নীল ফাঁদ,হলুদ ফাঁদ এবং ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করায় উৎপাদন খরচ অনেক হ্রাস পায়। সাথী ফসল হিসেবে আখেঁর জমিতে টমেটো চাষ করি। ৩০ শতক জমিতে ১০০০০ টাকা খরচ করে আমি প্রায় ৪০০০০ টাকার টমেটো বিক্রি করি। এসইপি টিমের সহায়তায় ৪টি রিং বসিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন শুরু করি। উৎপাদিত সার নিজের জমিতে প্রয়োগ করি এবং অতিরিক্ত সার বিক্রি করি। এখন আমি পুরোপুরি একজন সফল কৃষক।